রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণ

NRC
NATIONAL REGISTER OF CITIZENS

উন্নীত করতে নেওয়া রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীতে নাম অন্তর্ভূক্তির জন্য আবেদন জানাতে প্রস্তুত হন ...

রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীতে নাম অন্তর্ভূক্তির জন্য আবেদনপত্র বিতরণ করার এবং সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র জমা প্রক্রিয়া অতি শীঘ্রেই আরম্ভ হয়ে ৩১ জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত চলবে

উন্নীত করতে নেওয়া রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীতে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদনপত্র সহজে পূরণ করার সুবিধার্থে আবশ্যকীয় প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা নিশ্চিত করুন। রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীতে পরিবারের সকল সদস্যের নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা নিশ্চিত করতে আবেদনপত্র পূরণ করার আগে আবেদনপত্রের সঙ্গে নাম অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপে সংলগ্ন করার জন্য সব প্রয়োজনীয় নথি-পত্র সংগ্রহ করে নিন।

উন্নীত করতে নেওয়া রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীতে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য দুই ধরণের আবশ্যকতা পূরণ করতে হবে ঃ

১ **প্রথম আবশ্যকতা হল এই যে - আবেদনকারীকে ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চ (মধ্যরাত্রি) পর্যন্ত প্রদান করা এবং আবেদনকারীর নিজের বা পূর্বপুরুষের নাম নথিভুক্ত হয়ে থাকা তালিকা-'A' তে উল্লিখিত অনুমোদিত নথি সংগ্রহ / দাখিল করতে হবে (যার সাহায্যে ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চ (মধ্যরাত্রি) পর্যন্ত অসমে বসবাস করাটা প্রতীয়মান হয়)।**

[তালিকা-'A']

(১) ১৯৫১ সনের রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী **অথবা,**	(৬) শরণার্থী পঞ্জীয়ন প্রমাণপত্র **অথবা,**	(১১) ব্যাঙ্ক/ডাকঘরের হিসাবের নথিপত্র **অথবা,**
(২) ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চ (মধ্যরাত্রি) পর্যন্ত প্রকাশিত ভোটার তালিকা **অথবা,**	(৭) পারপত্র (পাসপোর্ট) **অথবা,**	(১২) জন্মের প্রমাণপত্র **অথবা,**
(৩) ভূমিস্বত্বের/রায়তীস্বত্বের নথিপত্র **অথবা,**	(৮) ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের পলিচি **অথবা,**	(১৩) বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈক্ষিক প্রমাণপত্র **অথবা,**
(৪) নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র **অথবা,**	(৯) সরকারের দ্বারা প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র/প্রমাণপত্র **অথবা,**	(১৪) আদালতের নথি/আদালতের প্রক্রিয়াজনিত নথি
(৫) স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণপত্র **অথবা,**	(১০) সরকারী/সার্বজনীন খণ্ডের নিযুক্তি সম্পর্কীয় প্রমাণপত্র **অথবা,**	

ওপরোক্ত নথিসমূহ ছাড়া আরও দুই ধরণের নথি (১) বিবাহসূত্রে স্থানান্তরিত মহিলাদের সন্দর্ভে রাজস্ব আধিকারীক/গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের দ্বারা প্রদত্ত প্রমাণপত্র (১৯৭১ সনের ২৪ মার্চের (মধ্যরাত্রি) পূর্বে বা পরের যে কোন বছরের হতে পারে) এবং (২) ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চের (মধ্যরাত্রি) পূর্বে প্রদান করা রেশন কার্ড - সমর্থনমূলক নথিরূপে দাখিল করতে পারবেন। এই দুই ধরণের নথি, উল্লিখিত চোদ্দটি (১৪) নথির যে কোন একটির সঙ্গে সংযোজিত হলে তবেই গ্রহণযোগ্য হবে।

২ **দ্বিতীয় আবশ্যকতাটি হল এই যে - যখন তালিকা-'A'র কোন একটি নথিতে উল্লেখিত নাম আবেদনকারীর নিজের না হয়ে তার পূর্বপুরুষের, যেমন, পিতৃ বা মাতৃ বা পিতামহ বা মাতামহ বা প্রপিতামহ বা প্রমাতামহ (ইত্যাদি) হবে, তখন আবেদনকারীকে নীচে উল্লেখিত তালিকা-'B'র যে কোনো একটি নথি দাখিল করতে হবে যার দ্বারা তালিকা- 'A'র নথিতে নাম থাকা আবেদনকারীর পূর্বজ, অর্থাৎ পিতৃ বা মাতৃ বা পিতামহ বা মাতামহ বা প্রপিতামহ বা প্রমাতামহ আদির সংগে সম্পর্কের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই নথি-পত্রগুলো বিধিসন্মত এবং এর দ্বারা সম্পর্কের যোগসূত্র প্রমাণিত হতে হবে।**

[তালিকা-'B']

(১) জন্মের প্রমাণপত্র **অথবা,**	(৪) ব্যাঙ্ক/ভারতীয় জীবন বীমা নিগম/ডাকঘরের নথিপত্র **অথবা**	(৭) রেশন কার্ড **অথবা,**
(২) মাটি-বাড়ীর নথিপত্র **অথবা,**	(৫) চক্র আধিকারিক/গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের দ্বারা প্রদত্ত প্রমাণপত্র **অথবা,**	(৮) অন্য যে কোন বিধিসন্মত নথিপত্র
(৩) বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈক্ষিক প্রমাণপত্র **অথবা,**	(৬) ভোটার তালিকা **অথবা,**	

মনে রাখার বিষয়

- রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীতে নাম অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতার জন্য ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চ (মধ্যরাত্রি) পর্যন্ত যে কোন সময়ে প্রদান করা ওপরের তালিকা-'A'তে উল্লিখিত নথিসমূহের যে কোন একটি দাখিল করলেই পর্য্যাপ্ত হবে। কেবল ১৯৬৬ সনের ভোটার তালিকাই গ্রহণযোগ্য হবে এধরণের গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।
- ১৯৫১ সনের রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী বা ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চ (মধ্যরাত্রি)পর্যন্ত প্রকাশিত ভোটার তালিকা যাকে একসঙ্গে লিগেসি ডাটা বলা হয়, উপলব্ধ অনুসারে, সমগ্র রাজ্যের নাগরিকপঞ্জী সেবা কেন্দ্রসমূহে (এন এস কে) সরকারের দ্বারা প্রকাশ করা করছে। উক্ত নথিতে নথিভুক্ত প্রত্যেকটি নামের বিপরীতে লিগেসি ডাটা কোডযুক্ত বিনামূল্যের 'প্রিন্টআউট' নাগরিকপঞ্জী সেবা কেন্দ্রসমূহ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। এন আর সি ওয়েবসাইটের (www.nrcassam.nic.in) মাধ্যমেও এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
- লিগেসি ডাটায় নাম না পেলেও তালিকা-'A'র ৩ থেকে ১৪ নম্বর ক্রমিকে উল্লিখিত অনুমোদিত নথির যে কোন একটির তথ্য উল্লেখ করে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন।
- বিবাহসূত্রে স্থানান্তরিত মহিলার ক্ষেত্রে চক্র আধিকারীক/গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব দ্বারা প্রদত্ত প্রমাণপত্র দাখিল করাটা ইচ্ছাপূর্বক, বাধ্যতামূলক নয়। বিবাহিত মহিলাগণ যোগসূত্র/পিতৃ-মাতৃর সংগে সম্বন্ধের প্রমাণের জন্য অন্য কোন বৈধ নথিও দাখিল করতে পারবেন।
- ১৯৫১ সনের রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী বা ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চ (মধ্যরাত্রি) পর্যন্ত প্রকাশিত ভোটার তালিকাসমূহে নাম, বয়স আদি ভুলভাবে ছাপা হয়ে থাকলেও আবেদনকারীগণ ক্ষেত্র পর্য্যায়ের পরীক্ষণের সময় প্রকৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের যোগসূত্র স্থাপনের পর্য্যাপ্ত সুবিধা পাবেন। শপথনামা দাখিল করলে গ্রহণ করা হবে যদিও তার তথ্য-পাতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরীক্ষণকারী আধিকারীক দ্বারা পাওয়া ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ার পরই শপথনামায় দাবী করা মতো সংশোধনী কার্য্যকরী করা হবে।
- তালিকা-'B' তে উল্লেখিত নথিসমূহ, আবেদনকারী দ্বারা তালিকা-'A'র অন্তর্ভুক্ত নথি-পত্রের যে কোন একটিতে উল্লেখ করা ব্যক্তির সংগে তার সম্বন্ধ প্রমাণের জন্য ব্যবহার করবেন । তালিকা-'B'তে উল্লেখিত নথি-পত্রসমূহ কেবল সম্বন্ধ / যোগসূত্র প্রতিপন্ন করার জন্য সমর্থনমূলক নথি। তাই, তালিকা-'B' তে উল্লেখিত নথিগুলোর বৈধতা / গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনার পূর্ব-শর্ত্ত হিসাবে তালিকা-'A' তে থাকা যে কোন একটি বৈধ নথির তথ্য দাখিল করতে হবে।
- দাখিল করা যে কোন নথি, প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সংগে থাকা মূল নথির সংগে মিলিয়ে পরীক্ষা করার মত হতে হবে। তালিকা-'B'তে উল্লেখিত নথিগুলো যে কোন তারিখে প্রদান করা হতে পারে এবং ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চ তারিখের সংগে এর কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই।

নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সব তথ্য সম্বলিত নথি-পত্র সংগ্রহ করতে এবং আবেদনপত্র পূরণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হল।

বিশদভাবে জানতে এবং সহায়তার জন্য	আমাদের টোল ফ্রী হেল্পলাইন নম্বর ১৫১০৭ (15107)	আমাদের ওয়েবসাইট www.nrcassam.nic.in	রাজ্যিক সমন্বয়ক, রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীয়ন, অসমের দ্বারা জনহিতার্থে প্রচারিত।

Exclusive/NRC/05-2015/14